# চট্টগ্রাম

# ÔkvnRvnvb †PŠaixi K¨vWvi iv weGbwc †bZv-Kgx nZ¨v Ki‡QÕ

**সুমি খান,** চট্টগ্রাম থেকে

‘জামায়াতের নীল নকশায় একের পর এক হত্যার মাধ্যমে সাতকানিয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আমরা ভীষণ অসহায়। গত ’৯১ সালে শাহজাহান চৌধুরী জামায়াতের এমপি হবার পর থেকে সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বিএনপি নেতা-কর্মীরা মানবেতর জীবন যাপন করছি। আপনি কি আমাদের অভিভাবক হবেন, নাকি কোনো মন্ত্রী-এমপিকে দায়িত্ব দেবেন আমাদের দিক-নির্দেশনা দেবার জন্যে? যদি না দেন এখানে কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন...’। জামায়াতের নীল নকশায় দলীয় নেতা-কর্মীরা নিজেদের অসহায়ত্ব তুলে ধরে এমনই খোলামেলা বক্তব্য দেয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে। প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারেক রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বললেন, ‘চাটুকারিতার জন্য বিএনপির অনেক ত্যাগী প্রবীণ নেতা-কর্মীর মূল্যায়ন হচ্ছে না বলেই দল আজ সাতকানিয়ায় বিপন্ন!...’

ক্ষমতাহীন সাবেক মন্ত্রী কর্নেল অলিকে প্রধান অতিথি করে ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের ‘আই ওয়াশ’-এর চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে করছেন তারা।

শাহজাহান চৌধুরী এমপি বারবার সমালোচিত হচ্ছেন এলাকায়। দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যেও তার বিরুদ্ধে রয়েছে চরম ক্ষোভ। সাতকানিয়ায় গত চার মাসের ব্যবধানে পর পর দুই চেয়ারম্যান হত্যা স্পষ্ট করে দিয়েছে এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় একের পর এক হত্যা, অব্যাহত সন্ত্রাসে এতোটুকুও পিছপা হবেন না জামায়াতের এ সাংসদ। প্রতিনিধি সম্মেলনে স্পষ্ট হয়েছে এ বক্তব্য। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বক্তারা বলে ওঠে, ‘সাতকানিয়ায় আওয়ামী লীগ বিএনপির শত্রু নয়, জোটভুক্ত দল জামায়াতই একমাত্র শত্রু!’ কতোটা অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুভয়ে গভীর উদ্বেগ এবং শঙ্কার এমন প্রকাশ- যা আগে কখনো এমন প্রকাশ্য রূপ নেয়নি!

গত ২৮ জানুয়ারি শুক্রবার ইউনিয়ন পরিষদের মিটিং শেষে ফেরার পথে সাতকানিয়া খাগরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম নিহত হন। স্থানীয় জামায়াত নেতাদের নীল নকশার নির্মম শিকার ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সাবেক জামায়াত নেতা ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম খুব কাছ থেকে দেখেছেন জামায়াতের প্রকৃত রূপ। নানান দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর সন্ত্রাস, হত্যাযজ্ঞে সমর্থন না দিয়ে। এক পর্যায়ে ১৫ জুলাই ’০৪ আহমদু চেয়ারম্যানের সঙ্গে কয়েক হাজার নেতা-কর্মী ক্ষমতাসীন দল বিএনপিতে যোগ দেন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ থেকে। অব্যাহত হুমকির মুখে দলীয় তৎপরতায় নিষ্ক্রিয় থেকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে কাজ করে যেতে থাকেন। গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ইংরেজিতে একটি চিঠি দিয়ে হুমকি দেয়া হয়, ‘আহমদ্যার পরিণতির অপেক্ষা করো’।

**শাহজাহান চৌধুরী জামায়াতের পক্ষে আহমদ্যাকে কাজে লাগালেন। একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকলো জামায়াত এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের। আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল কবীর নিহত হলেন জামায়াতের ক্যাডার বাহিনীর হাতে। গোলাম হোসেনের হত্যার শিকার হলো চাটাই বিক্রেতার কন্যা লায়লা বেগম। যাকে ধর্ষণের পর গলা কেটে হত্যার অভিযোগ রয়েছে গোলাম হোসেনের বিরুদ্ধে**

### কার এই মোবাইল, একই হুমকি- একই পরিণতি!

0189834361- এই নম্বর থেকে বারবার হুমকি দেয়া হয়েছে আহমদু চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম এবং সরোয়ার কামালকে। দু’জনের শেষ পরিণতি হত্যার মাধ্যমে শেষ হলো যা চিঠিতেও লেখা ছিল। এতে বক্তব্য ছিল, ‘ইসলামের সঙ্গে গাদ্দারী-বেঈমানী’র পরিণতি আহমদ্যার মতো।’ একই হুমকি মোবাইলেও দেয়া হয়- ‘তোরা গাদ্দারীর শাস্তি পাবি...’। এই মোবাইল কোন শক্তিধরের!

### যেভাবে বাড়ে জামায়াত নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

আহমদ্যা মধ্যপ্রাচ্যে বসে ’৯৮-এর দিকে সিদ্ধান্ত নেয় একটি পত্রিকা বের করার। এর প্রকাশক হলেন জহিরুল ইসলাম, সম্পাদক মকদুদুল রহমান ফরহাদী এবং প্রধান সম্পাদক হলেন ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম। নাম রাখা হলো ‘রূপান্তর’। এর আগে আহমদু ‘একুশে’ নামেও একটি পত্রিকা বের করতেন।

‘রূপান্তর’ জামায়াতের বক্তব্যের সপক্ষেই সংবাদ প্রকাশ করতো প্রাথমিক পর্যায়ে। ধীরে ধীরে আহমদুসহ পুরো টিমের কাছে

উন্মোচিত হয় জামায়াতের প্রকৃত চরিত্র। সংবাদের ধরন বদলে যায়। বিএনপিতে যোগ দেয় আহমদুর পুরো দল, সংবাদও জামায়াত বিরোধী হয়ে 'রূপান্তর'-এর প্রকাশ হয়।

বিভিন্ন ইস্যুতে জামায়াত নেতৃত্বের তোপের মুখে পড়ে আহমদুসহ তার সমর্থকরা, 'রূপান্তর' সে সবের মধ্যে অন্যতম।

**জেদ্দায় 'বোয়ালিয়াপাড়া সমিতি' গঠন**

জেদ্দা বোয়াদি মার্কেট সংলগ্ন ব্যাচেলর মেসে বসে গঠিত হয় বোয়ালিয়াপাড়া সমিতি। সাতকানিয়া সদরের বোয়ালিয়াপাড়ার একক আধিপত্য ক্ষুণ্ন হয় আহমদ্যার আধিপত্যের কারণে। আহমদু প্রতিরোধে '৯৯-এ গঠিত হয় এ সমিতি। জামায়াতের সাতকানিয়ার মূল ঘাঁটি বোয়ালিয়াপাড়া পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে একটি গ্রুপ। সাতকানিয়া থানার নায়েবে আমির ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলমের পরিচালিত সাতকানিয়া সদরের 'মোজাদ্দেদা আল ফেসানী' কিন্ডারগার্টেন থেকে পরিচালিত হতো দলীয় তৎপরতা। '৮৯-৯০তে আহমদ্যা প্রতিষ্ঠিত করে রজনীগন্ধা ফুলকুঁড়ি আসর। পশ্চিম সাতকানিয়ার গাঠিয়াডেঙ্গায় এ আসর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয় আহমদ্যার নেতৃত্বে দলীয় নির্দেশে সকল অপারেশন পরিচালনা। '৯১-এর নির্বাচনের পর আহমদ্যার নেতৃত্বে জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর হাতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে স্বীকৃত হয় আহমদ্যার আধিপত্য। খর্ব হয় বোয়ালিয়াপাড়ার শিবির ক্যাডারদের প্রভাব। বাড়তে থাকে শত্রুতা। পরিকল্পনা হয় আহমদু হত্যার। '৯৬-র নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ এলো, কর্নেল অলি জিতে যান সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে।

সাতকানিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা জাফর আহমদ চৌধুরীর ক্যাডার গোলাম হোসেন ট্রাভেলিং এজেন্সির নামে ভুয়া ভিসা বিক্রি করে তোপের মুখে পড়ে নিরীহ গ্রামবাসীর। এরপরও 'লাল কার্ড' নিয়ে পুলিশের প্রোটেকশন পেলো। হত্যা, সন্ত্রাসের বন্যা বইয়ে দিলো সাতকানিয়ায়। সাবেক সাংসদ আওয়ামী লীগ নেতা এম সিদ্দিকসহ প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতারা এর বিরোধিতা করতে গিয়ে নাজেহাল হন গোলাম হোসেনের হাতে।

**হত্যা-পাল্টা হত্যায় রক্তাক্ত সাতকানিয়া**

শাহজাহান চৌধুরী জামায়াতের পক্ষে আহমদ্যাকে কাজে লাগালেন। একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকলো জামায়াত এবং আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের। আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল কবীর নিহত হলেন জামায়াতের ক্যাডার বাহিনীর হাতে। গোলাম হোসেনের হত্যার শিকার হলো চাটাই বিক্রেতার কন্যা লায়লা বেগম। যাকে ধর্ষণের পর গলা কেটে হত্যার অভিযোগ রয়েছে গোলাম হোসেনের বিরুদ্ধে। জামায়াত-শিবিরের দুই সমর্থক হত্যার অভিযোগও রয়েছে। অন্যদিকে আহমদ্যা বাহিনী হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ কাদেরী, হাফেজ হত্যাসহ অসংখ্য হত্যাযজ্ঞ। শেষ পরিণতিতে হত্যা করা হয় গোলাম হোসেনকেও। গোলাম হোসেন হত্যাকান্ডের সময় আহমদু মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ছিলেন বলে দাবি করেছিলেন তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে।

**এলাকাছাড়া জামায়াত, অসময়ের কান্ডারি আহমদ্যা**

গোলাম হোসেন জামায়াতের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণা করলে পুরো সাতকানিয়া জামায়াত নেতৃত্বশূন্য হয়ে যায়। দলের দায়িত্ব নিয়ে অসময়ের কান্ডারি হয় আহমদ্যা। শাহজাহান চৌধুরী '৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত চট্টগ্রাম শহরে বসে দলীয় নির্দেশনা দিয়ে গেছেন- পালন করেছেন আহমদ্যা বাহিনী। স্থানীয় এবং বহিরাগত বিশাল ক্যাডারবাহিনী নিয়ে তখন তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ২০০১ নির্বাচনের সময়ে সহজেই নির্বাচনী কেন্দ্রগুলো জামায়াতের দখলে চলে যায়। ২০০১ সালে গাঠিয়াদাঙ্গায় বিএনপি মাত্র ১০০ ভোট পায় কর্নেল অলির পক্ষে। পুরো সাতকানিয়া জামায়াতের দখলে চলে যায়। অথচ এই আসনে অলি সব সময় সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে।

**এরপর সংকট চরমে**

আহমদ্যা মধ্যপ্রাচ্যে থাকার সময় বিশাল অঙ্কের টাকা পাঠায় শাহজাহান চৌধুরীর কাছে- সাক্ষী 'ম্যানেজ' করে আহমদ্যার বিরুদ্ধে মামলাগুলো পরিচালনা করে বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা করার জন্যে। এই প্রতিশ্রুতি শাহজাহান চৌধুরী নিজেই দিয়েছিলেন আহমদ্যাকে। বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অস্ত্র মামলায় আহমদ্যার ১৭ বছরের সাজা হয়ে যায়। শাহজাহান চৌধুরীর প্রতি সন্দেহ ঘনীভূত হয় আহমদুর।

**বিএনপি ক্ষমতায় :**
**বদরুদ্দোজার মুখোমুখি**

২০০১ সালে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর জোটভুক্ত দল হিসেবে তখনকার শিবির ক্যাডার আহমদুর মামলাগুলো 'রাষ্ট্রপতির ক্ষমা'র মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে এমন আশ্বাস দেয়া হয়। সম্প্রতি নিহত চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ আহমদুকে নিয়ে শাহজাহান চৌধুরী এমপি মুখোমুখি হন বদরুদ্দোজা চৌধুরীর (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি)। রাষ্ট্রপতি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি একজন এমপি হয়ে এ মামলাগুলো প্রোসেস না করে আমার কাছে এলেন কী করে?' রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর গ্রহণের পূর্বেকার প্রক্রিয়া ছাড়াই সাংসদ হাজির হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির কাছে। আহমদু বুঝে যায় তার সঙ্গে 'ড্রামা' করা হয়েছে। সাংসদ তবু তাকে বলে, 'তুমি তো জামিন পেয়েছো এসব মামলায় আহমদু ফাইল দেখতে চায়- যা সাংসদের কাছে জমা ছিল না। ফাইল দেয়া হলো না। আহমদু প্রশ্ন করে 'বেইল পেপার কোথায়?' সাংসদ জবাব দিলেন, 'সিক্রেট' রেখে দিয়েছি, কেউ জানলে তোমার ক্ষতি হবে।' বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলতে থাকে আহমদু চেয়ারম্যান। বারবার মামলা পরিচালনা করার জন্যে দেয়া এতো টাকা তাহলে কী করেছেন এই সাংসদ? এক পর্যায়ে প্রতিবাদী অবস্থান নিয়ে আশ্রয় নেয় বিএনপিতে, যেখানে আহমদুর শেষ আশ্রয়ও হয়নি!

বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট

ক্ষমতায় আসার পর চট্টগ্রাম কারাগারের 'জেল ভিজিটর' হলেন জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী। ২০০২-এর দিকে কারা পরিদর্শনকালে দলীয় ক্যাডারদের সঙ্গে দেখা করে সাবেক জামায়াত ক্যাডার আখতার চৌধুরীকে বলেন, '২/৪ দিন আগে তোমার মায়ের সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে আলাপ হয়েছে। তোমার বাসায় ১ বস্তা চাল পাঠিয়েছি। মুদির দোকান ঠিক করে দিয়েছি, চিন্তা করো না।' আখতার চৌধুরীর মা মারা গেছেন প্রায় ২০ বছর আগে আখতারের শৈশবে। ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থেকে ক্ষিপ্ত আখতার বলে ওঠে,... ২০ বছর আগে আমার মা মরে গেছে।' লজ্জায় সরে যায় সাংসদ। 'কামাল' (রামপুর)সহ আরো অসংখ্য দলীয় ক্যাডারের 'এবাদত'-এর নামে হত্যা, সন্ত্রাস করিয়ে পরে এমন মিথ্যা আশ্বাসের কারণে জেলখানায় সাংসদ এখন 'মিছা চৌধুরী' নামে পরিচিত।

**জামায়াত-শিবির : ওয়ান ওয়ে টিকেট**

'জামায়াত থেকে বেরিয়ে এসে কেউ বাঁচতে পারে না।' সাপ্তাহিক ২০০০-এর সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল আহমদু চেয়ারম্যানের। ৫ পৃষ্ঠা চিঠি লিখে আহমদুল হক চৌধুরী। এই চিঠি জামায়াত-শিবিরের সকল পর্যায়ের নেতার কাছে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে যারা অন্যতম-

* গোলাম আযম (জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমির)
* মতিউর রহমান নিজামী (বর্তমান শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামীর আমির)
* আলী আহসান মুজাহিদ (সমাজকল্যাণ মন্ত্রী)
* শিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি (সেক্রেটারি)
* মজলিসে সুরার সকল সদস্য
* মুমিনুল হক চৌধুরী
* অধ্যক্ষ আবু তাহের (কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল)
* শামসুল ইসলাম (নগর জামায়াত আমির)

এ চিঠিতে উল্লেখ করা হয় জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর সঙ্গে দূরত্বের সকল কারণ। সাতকানিয়া থানা আমির ডা. নূরুল হকের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির পথে বাধা হয়েছিল আহমদ্যা। শাহজাহান চৌধুরী এমপি এবং ডা. নূরুল হক তরুণ আহমদুকে তাদের মুখোশ উন্মোচনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। জামায়াত কেন্দ্রীয় কমিটিতে তারা বোঝাতে থাকে আহমদু সম্পর্কিত তাদের ব্যাখ্যা। এদিকে সাতকানিয়া হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির নেপথ্য কারণ বিস্তারিত মৌখিকভাবেও নেতাদের জানায় আহমদু। কোনো সাড়া না পেয়ে জামায়াতের প্রকৃত চরিত্র নিশ্চিত হয়ে যায়। জামায়াত ত্যাগ

## জামায়াতের কিলিং স্কোয়াডের কয়েকজন

১. আনোয়ার : বর্তমান আমির ডা. নূরুল হকের বড় পুত্র। তার নেশা, ডাকাতি, সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানেও বখাটেপনাই তার কাজ। দেশে নিয়মিত আসা-যাওয়া-সন্ত্রাস নিত্য উপস্থিতি।

২. জলিল : পুলিশের উপস্থিতি জেনে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সব সময়। একে-৪৭সহ গ্রেপ্তার হয় তার বাহিনীর সরু, হারেছ, লোকমান, মঞ্জুর, নেজাম, বশরকে সঙ্গে নিয়ে। ৫-৬টি হত্যা মামলাসহ ১৫টি মামলা আছে। ডা. নূরুল হকের পুত্র। থানা জামায়াতে আমিরের পুত্র হবার সৌভাগ্যে বারবার ছাড়া পেয়ে যান আইনের হাত থেকে। তিনি গ্রেপ্তারও হন না- 'ক্রসফায়ারে'ও পড়েন না। সাতকানিয়ার সবচেয়ে বড় অস্ত্রের ভান্ডার এখন তার হাতে, ইঞ্জিনিয়ার আমিন চেয়ারম্যান হত্যাসহ প্রতিটি হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিতে তার সক্রিয় নেতৃত্বের অভিযোগ সাতকানিয়ার সাধারণ নাগরিকদের। তাদের প্রশ্ন রাষ্ট্রক্ষমতায় জামায়াতের মতো অপশক্তির কতোটা প্রভাব থাকলে থানা জামায়াতে আমিরের পুত্র হবার কল্যাণে আইনের উর্ধ্বে থাকছে জলিলের মতো সন্ত্রাসী।

৩. বাইট্টা আমিন : সৌদি প্রবাসী এই সন্ত্রাসীকে ইঞ্জিনিয়ার আমিন চেয়ারম্যান হত্যার উদ্দেশ্যে আনানো হয়েছে। শাহজাহান চৌধুরী এমপির নির্দেশে সৌদি থেকে নিয়মিত চাঁদা পাঠাতো বাইট্টা আমিন থানা আমির ডা. নূরুল হকের কাছে। দুর্ধর্ষ এই শিবির ক্যাডার প্রবাস থেকে নিয়মিত এসে দলীয় নির্দেশ মতো কাজ সেরে যায়। সিএমপি অথবা জেলা পুলিশের তালিকায় তার নাম নেই। জামায়াতের দলীয় খরচেই তার যাওয়া-আসায় অবাধ স্বাধীনতা। আসন্ন সাতকানিয়া পৌর নির্বাচন পর্যন্ত এ দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী এলাকায় অবস্থান করে হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির মাধ্যমে দলীয় দায়িত্ব পালন করবে। কাজ শেষে ফিরে যাবে। তবে বিপদ টের পেলে আগেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

৪. কালা এনাম (শাহজাহান চৌধুরী এমপির পিএসের পরিচয়ধারী) হত্যা মামলাসহ বেশ ক'টি মামলা আছে এই দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে।

৫. কে এম আবু মুসা (প্রাক্তন সভাপতি দক্ষিণ জেলা যুব কমান্ড) গোলাম আযমের নাগরিকত্বের দাবিতে গঠিত যুব কমান্ডের এই নেতা দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী। ইঞ্জিনিয়ার আমিন হত্যাসহ সাতকানিয়ার প্রতিটি সন্ত্রাস অপহরণের সক্রিয়তায় অভিযুক্ত।

৬. শাহেদ সিদ্দিকী (শিবির ক্যাডার)
৭. নজরুল ,,
৮. বড় আমিন ,,
৯. নজরুল ,,

১০. হেলাল (ইঞ্জিনিয়ার আমিনের হত্যাকারী হিসেবে পুলিশের কাছে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে। তার স্বীকারোক্তি মতে, ১২ সদস্যের ঘাতকদল হত্যা করে খাগরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামকে)।

১১. নূরুল ইসলাম ডাকাত : ইঞ্জিনিয়ার আমিন চেয়ারম্যান হত্যা মামলায় জনগণের হাতে আটক হয়ে গ্রেপ্তার। পরে পুলিশের 'ক্রসফায়ারে' নিহত। তার বিরুদ্ধে সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ থানায় ১০টি মামলা ছিল। স্কুলছাত্রী আয়েশা সিদ্দিকী মিলি হত্যা মামলা, চরতির নূরুল কবির হত্যা মামলার আসামি নূরুল ইসলাম ডাকাত 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়ে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। প্রকৃত হত্যাকারীর নাম প্রকাশ হবার ভয়েই হত্যা করা হলো? ৯ ফেব্রুয়ারি নিহত হয় ডাকাত নূরুল।

১২. শামসুল ইসলাম হাকিমী : (খাগরিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে আমির) (ইঞ্জিনিয়ার আমিন চেয়ারম্যান হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার)

১৩. আফসার উদ্দিন (জামায়াত ইউপি মেম্বার) (ইঞ্জিনিয়ার আমিন চেয়ারম্যান হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার)

১৪. বশিরা ডাকাত (আহমদ্যা হত্যা অভিযানে নেতৃত্ব দেয়) বর্তমানে পলাতক।

এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার জনগণের সন্ত্রাসমুক্ত নাগরিক জীবন জন্মগত অধিকারেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

**২০০১ সালে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর জোটভুক্ত দল হিসেবে তখনকার শিবির ক্যাডার আহমদুর মামলাগুলো 'রাষ্ট্রপতির ক্ষমা'র মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে এমন আশ্বাস দেয়া হয়। সম্প্রতি নিহত চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ আহমদুকে নিয়ে শাহজাহান চৌধুরী এমপি মুখোমুখি হন বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে**

করে বিএনপিতে যোগদানের পর প্রকাশ্যে আহমদু বলে 'ধর্মের নামে, এবাদতের নামে কী করে একের পর এক হত্যা, সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজির নেশায় তাদের উন্মাদ করেছে সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী। 'তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী আহমদ্যা' তৈরির ক্রীড়নকে জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী- প্রকাশ্যে উন্মোচিত হয় এ সাংসদের প্রকৃত চরিত্র। পথের কাঁটা দূর করতে উঠে পড়ে লাগে সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী।

**আহমদ্যার ঘোষিত 'দুই মাস' শেষ হলো না!**

আহমদু হত্যা প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয় আহমদু জেনে যাওয়ায়। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ দলীয় নেতা-কর্মীদের আগস্টের মাঝামাঝি আহমদু ঘোষণা দেয়- 'তোমরা শুধু ২ মাস অপেক্ষা করো।' দুই আঙুল দেখিয়ে আহমদ্যার ঘোষিত দুই মাসের ৫৭ দিনের দিন ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার র‍্যাবের কথিত ক্রসফায়ারে নিহত হয় আহমদু নিজেই। আর তিন দিন বেঁচে থাকলে হয়তো অন্য কিছুও ঘটে যেতে পারতো- এ আশঙ্কা ছিল সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর নিজেরই। যে কারণে পরপর তিনটি হত্যা ঘটে গেলো চার মাসের মধ্যে।

**জামায়াত নেতৃত্বের ফতোয়া-জানাজা পড়াবে গয়েশ্বর রায়**

সাতকানিয়া থানার নায়েবে আমির ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলমকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে গোলাম হোসেন বাহিনী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে। সেই মুহূর্তে আহমদ্যা বাহিনী উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচায় ইঞ্জিনিয়ার শামসুলকে। এদের মধ্যে তারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আহমদু এবং মিনহাজ ছিল নেতৃত্বে। পালিয়ে যায় গোলাম হোসেন বাহিনী। আহমদু-মিনহাজ দু'জনেই নিহত হয় র‍্যাবের 'ক্রসফায়ার' ঘটনায় ১০ সেপ্টেম্বর '০৪। নিহত মিনহাজের বাবা নূরুল হক আরমান সাবেক থানা নায়েবে আমির। যার হাত ধরে জামায়াতে এসেছেন সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার শামসুলসহ বর্তমান থানা জামায়াত নেতৃত্ব। মিনহাজের মা জামায়াতের সাতকানিয়া থানা শাখার একমাত্র মহিলা রুকন ছিলেন। শাহজাহান চৌধুরী এমপির ভাগ্নে মঞ্জু ডাকাত এবং সাতকানিয়ার বর্তমান আমির ডা. নূরুল হকের ছেলে ডালিমকে বালির ট্রাকে চাঁদাবাজির সময় মিনহাজ বিরোধিতা করলে দ্বন্দ্ব হয়, শত্রুতা বাড়ে। পরে বিএনপিতে যোগ দিলে চরম রূপ ধারণ করে এ শত্রুতা। নিহত মিনহাজ এবং আহমদুর জানাজা পড়তে সারা গ্রাম, প্রতিবেশীরা এলেও আসেনি জামায়াত-শিবিরের কোনো নেতা। ইঞ্জিনিয়ার শামসু ফতোয়া দিলেন- 'এদের জানাজা পড়বে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, যার মুরিদ হয়েছে এরা।' উল্লেখ্য, বিএনপি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের হাতে ফুল দিয়ে আহমদ্যা বাহিনী বিএনপিতে যোগ দেয়। জামায়াত নেতৃত্ব প্রচার করে 'জামায়াত নেতারা যার জানাজা পড়বে না- সে বেহেশতে যেতে পারবে না'! এ নিয়ে সাতকানিয়ায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নিহত মিনহাজের মা সন্তানের হত্যার বিনিময়ে চিনেছেন জামায়াত নেতৃত্বের প্রকৃত স্বরূপ। দলের জন্যে তাদের পরিবারের দীর্ঘ ত্যাগের প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা থাকলেও তার সঙ্গে নিশ্চয়ই এই শোকের ক্ষণে দেখা করতো কেউ। সরে এলেন তিনি নিজেও 'রুকন' পদ থেকে। সন্তানের রক্তের বিনিময়ে তাকে বুঝতে হয়েছে জামায়াত-শিবির মানে 'ওয়ানওয়ে' টিকেট। এখানে প্রবেশ হাসিমুখে, তবে বিবেককে হত্যা করে ধর্মের নামে প্রতারণা, হত্যা, সন্ত্রাস করে যেতে হবে আমৃত্যু। এ সত্যিই যেন ওয়ান ওয়ে টিকেট! যেখানে মতদ্বৈততা মানেই মৃত্যু নিশ্চিত!

সাতকানিয়া জামায়াতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা সাকা চৌধুরী এবং বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর নাছির।

তারেক রহমান প্রতিনিধি সম্মেলন করে তৃণমূল নেতাদের দুঃখের কাহিনী শুনেছেন। সমাধানের কোনো পথ দেখাননি। শাহজাহান চৌধুরীর সন্ত্রাসী ক্যাডারদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে এমন অশ্বাস মানুষ পায়নি। উল্টো মানুষ দেখেছে সরকারি হেলিকপ্টার নিয়ে শাহজাহান চৌধুরীসহ মিটিং করতে এসেছেন সাঈদী। শিবির সভাপতি সরকারি হেলিকপ্টার নিয়ে চলে এসেছেন, ক্ষমতার দাপট বোঝানোর জন্যেই করা হয়েছে সবকিছু। জামায়াত চট্টগ্রামের মানুষকে বোঝাতে চেয়েছে তারেক রহমানের কাছে যা কিছু বলা হোক না কেন, শাহজাহান চৌধুরী যা বলবে তাই হবে। অন্য কারো কথা এখানে কার্যকর হবে না। বিএনপি পরিচয়ে এ অঞ্চলে কাউকে রাখা হবে না। হয়তো জামায়াত ক্যাডাররা হত্যা করবে বা 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যু হবে অথবা এলাকা ছাড়তে হবে।

**তারেক রহমান প্রতিনিধি সম্মেলন করে তৃণমূল নেতাদের দুঃখের কাহিনী শুনেছেন। সমাধানের কোনো পথ দেখাননি। শাহজাহান চৌধুরীর সন্ত্রাসী ক্যাডারদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে এমন অশ্বাস মানুষ পায়নি। উল্টো মানুষ দেখেছে সরকারি হেলিকপ্টার নিয়ে শাহজাহান চৌধুরীসহ মিটিং করতে এসেছেন সাঈদী। শিবির সভাপতি সরকারি হেলিকপ্টার নিয়ে চলে এসেছেন, ক্ষমতার দাপট বোঝানোর জন্যেই করা হয়েছে সবকিছু**

## কে পরবর্তী টার্গেট

গত চার মাসে তিন হত্যার পরবর্তী টার্গেট কে? এই আতঙ্কে শিউরে উঠছেন সাতকানিয়াবাসী। এখন যাদেরকে সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর টার্গেট মনে করা হচ্ছে-

১. জামায়াত থেকে বিএনপিতে যোগ দেয়া তিন চেয়ারম্যানের মধ্যে বেঁচে থাকা একমাত্র চেয়ারম্যান ঢেমশা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুস সাত্তার।
২. নিহত আহমদু চেয়ারম্যানের স্থলাভিষিক্ত বর্তমান চেয়ারম্যান এবং আহমদুর চাচাতো ভাই জহিরুল ইসলাম (এওচিয়ার ইউপি চেয়ারম্যান)
৩. শেখ মহিউদ্দিন (সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক, দক্ষিণ জেলা বিএনপি)
৪. নূরুল কবির (থানা বিএনপি সেক্রেটারি)
৫. মাহমুদুল হক চৌধুরী (আহমদুর ভাই)
৬. জসীমউদ্দিন (ছদাহা ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি)
৭. এরশাদুর রহমান রিটু (এডভোকেট) (সাতকানিয়া মানবাধিকার সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল)


## ব্যাক্তিগত বিজ্ঞাপন

একটি সুন্দর মনের অপেক্ষায় জীবনের ৩৫টি বসন্ত কেটে গেছে। এখনও তার দেখা মেলেনি। বরাবরের মতো এ বসন্তেও একটি সুন্দর মনের অপেক্ষায়। ২৫/৩০ বছরের সংস্কৃতিমনা মেয়েরা লিখুন। - দেলোয়ার, বক্স নং-৩৩১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। ইমেইল- deluar2001@yahoo.com.

বন্ধুত্ব করতে চাই, ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট), উচ্চ বেতনে কর্মরত। ফ্রি মাইন্ডেড, ফ্রি ফ্যামিলির মধ্যবয়সী মেয়েরা টেলিফোন নাম্বার বা মোবাইল নাম্বারসহ চিঠি লেখার আমন্ত্রণ রইলো। সুন্দরী মেয়েদের অগ্রাধিকার। - আকাশ, ৩০১২, শেরে বাংলা হল, বুয়েট, ঢাকা-১০০০

***

সুন্দরী, ফর্সা, ঢাকায় বসবাসরত ইউনিভার্সিটির মেয়েরা লিখ। -Box Holder, P.O. Box-23211, Alex, VA-22304, U.S.A